কোস্ট শিক্ষা প্রকল্পের মাসিক বুলেটিন

# দর্পণ

বর্ষঃ ৫ম, সংখ্যাঃ ৫২

এপ্রিল ২০২৩

মানবিক সহায়তা ও সাড়া প্রদানের অংশ হিসেবে, ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন রোহিঙ্গা শিশুদের প্রাক প্রাথমিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছে। ক্যাম্প-১৪ তে কোস্ট ফাউন্ডেশনের ৮৪টি লার্নিং সেন্টার ও ৫০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে সর্বমোট ৬৮৯০ জন শিক্ষার্থী আনন্দঘন পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করছে।

## সামাজিক সংহতি ও শরনার্থী অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

বাংলাদেশি কর্মী ও রোহিঙ্গা শিক্ষকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ

দিনব্যাপি কর্মশালাটি ২ টি ব্যাচে উখিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার এবং ক্যাম্প ১৪ তে অনুষ্ঠিত হয়। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে কক্সবাজার উপজেলা পরিষদ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ে আমন্ত্রিত বক্তা এবং প্রশিক্ষণ ফ্যাসিলিটেটরগণ আলোকপাত করেছেন।

*রোহিঙ্গা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ, ছবি-সালাউদ্দিন, পিও*

সামাজিক সংহতি সমাজের একটি অপরিহার্য দিক কারণ এটি সমাজের সদস্যের মধ্যে ঐক্য, আস্থা এবং সহযোগিতার প্রচার করে। এটি সেই বন্ধনগুলিকে বোঝায় যা একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তিদের সংযুক্ত এবং বিভাজন করে। যখন সামাজিক সংহতি সমাজে বিদ্যমান থাকে তখন লোকেরা সাধারণ লক্ষ্যে, সংঘাত, অপরাধের হার এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা হ্রাস করার জন্য একসাথে কাজ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সামাজিক সংহতি ব্যক্তিদের মধ্যে একত্রিত হওয়ার অনুভূতি তৈরি করতেও সাহায্য করে, যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার উন্নতি করতে পারে।

বিপরীতভাবে, যখন সামাজিক সংহতি দুর্বল হয় তখন সমাজের মধ্যে বিভাজন দেখা দেয় যার ফলে অবিশ্বাস, ভয় এবং সংঘাতের মাত্রা বেড়ে যায়। তাই, সামগ্রিকভাবে সমাজের স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের জন্য সামাজিক সংহতি গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক সংহতির গুরুত্ব বিভিন্নভাবে দেখা যায়। প্রথমত, সামাজিক সংহতি একটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও বিশ্বাসের বোধ জাগিয়ে তোলে যা সাধারণ লক্ষ্যগুলির দিকে বৃহত্তর সহযোগিতার দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি সমাজের মধ্যে সংঘাত, সহিংসতা এবং অপরাধের হার কমাতে সাহায্য করতে পারে। উপরন্তু, সামাজিক সংহতি ব্যক্তিদের মধ্যে স্বত্ব ও পরিচয়ের অনুভূতি তৈরি করতে সাহায্য করে, শক্তিশালী সম্প্রদায় এবং সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করে।

তদুপরি, সামাজিক সংহতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। সমন্বিত সমাজগুলি রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং তারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করতে আরও বেশি সক্ষম। সামাজিক সংহতি অসমতা কমাতে এবং সমাজের মধ্যে ন্যায্যতা উন্নীত করতেও সাহায্য করে। সামগ্রিকভাবে, সামাজিক সংহতি একটি সুস্থ ও টেকসই সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি ব্যক্তিদের মধ্যে সহযোগিতা, আস্থা এবং আত্মীয়তার বোধকে উন্নীত কওে যা সমাজের সকল সদস্যের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার দিকে পরিচালিত করে।

শরণার্থী অধিকারগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা এমন ব্যক্তিদের সুরক্ষা প্রদান করে যারা নিপীড়ন, যুদ্ধ বা অন্যান্য ধরণের সহিংসতার কারণে তাদের নিজ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই ব্যক্তিরা তাদের নিজ দেশে ফিরে গেলে শারীরিক ক্ষতি, কারাবাস বা মৃত্যু সহ উল্লেখযোগ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। শরণার্থী অধিকার এই ব্যক্তিদের আইনী সুরক্ষা প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে আশ্রয় চাওয়ার অধিকার, প্রত্যাবর্তন না করার অধিকার (অর্থাৎ তারা সেখানে নিপীড়নের সম্মুখীন হলে তাদের নিজ দেশে ফিরে না যাওয়ার অধিকার), এবং মৌলিক পরিষেবার অধিকার যেমন স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা। এই অধিকারগুলি শরণার্থীদের নিরাপত্তা ও মঙ্গল নিশ্চিত করার জন্য এবং তাদের পটভূমি বা পরিস্থিতি নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির জন্য মানবাধিকার ও মর্যাদার নীতিগুলি সমুন্নত রাখার জন্য অপরিহার্য।

উপরন্তু, শরণার্থী অধিকার বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রচারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সংঘাত ও নিপীড়ন থেকে পালিয়ে আসা ব্যক্তিদের সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে, উদ্বাস্তু অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে সহিংসতা এবং অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি

*বক্তব্য পেশ করছেন জেলা পরিষদ সদস্য, ছবি- দিলীপ ভৌমিক, এমইও*

রোধ করতে সাহায্য করতে পারে। এইভাবে, শরণার্থী অধিকার সকল মানুষের জন্য মানবাধিকার, ন্যায়বিচার এবং নিরাপত্তা প্রচারের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

## হাসান ও হুসনের জীবনের গল্প

*অতিকষ্টে নানীর যত্নে বেড়ে উঠছে তারা*

এতিম ও অসহায় হাসান- হুসন ২ জন জমজ ভাই। মাতা আরেফা বেগম পিতা মোঃ জুবাইর। ০১-০১-২০১৯ ক্যাম্প ১৫ তে উভয়ে জন্মগ্রহণ করে। জন্মের ৮ দিনের মাথায় তাদের মা প্রসবজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু তাদের পিতা ২য় বিয়ে

করার কারণে তাদেরকে নানী জামালিদার কাছে ক্যাম্প-১৪ এর এ-১ ব্লকে রেখে আসা হয়। তাদেরকে লালন-পালন করে বড় করার ক্ষেত্রে জামালিদা নানান প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। শৈশবের এমন ঘটনায় তারা একাকীত্ব অনুভব করতো যার ফলে তারা সহজে কারো সাথে মিশতে চাইত না। ফলে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সঠিকভাবে হয়নি।

*হাসান ও হুসনের পূর্বের অবস্থা ছবি-ছালমা জাহান, মেন্টর*

সংশ্লিষ্ট ব্লক মাঝির মাধ্যমে প্রকল্পটির মেন্টর সালমা জাহান বিষয়টি জানতে পারেন এবং সার্কেল ইসিডি সেন্টারের ফ্যাসিলিটেটর আরেফা বেগমসহ হাসান ও হুসনের নানির সাথে সাক্ষাত করেন। আলাপকালে জমালিদা জানান, এতিম হাসান ও হুসনকে নিয়ে সে নানান অসুবিধায় দিনাতিপাত করছেন। তাদের যত্ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা তার পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় তিনিও মানসিকভাবে বিষন্ন হয়ে পড়ে। পিতা মাতার সংস্পর্শ না পাওয়ায় শিশুরা সবসময় মন খারাপ করতো এবং স্বাভাবিক শিশুদের মত

*হাসান ও হুসনের বর্তমান অবস্থা, ছবি-ছালমা জাহান, মেন্টর*

আচরণ করতো না। উল্লেখ্য যে, কোস্ট ফাউন্ডেশন ক্যাম্প-১৪ এর বিভিন্ন ব্লকে ৫০টি ইসিডি সেন্টারের মাধ্যমে ৩-৫ বছর বয়সি শিশুদের মানসিক-শারীরিক বিকাশ এবং উন্নয়নে কাজ করছে। হাসান ও হুসনের নানী শিক্ষা প্রকল্পের কর্ম এলাকায় বসবাস করার কারণে প্রতিনিধি সালমা জাহান তাদের সাথে কথা বলেন। আলাপকালে কোস্ট প্রতিনিধি তাদের নানীকে ইসিডি সেন্টার সম্পর্কে অবগত করেন এবং যদি শিশুরা সেন্টারে যায় তাহলে তিনি মানসিকভাবে অনেকটা চাপ মুক্ত থাকবেন তা বুঝানোর চেষ্টা করেন। ইসিডি সেন্টারে শিশুদের বিকাশের যে সুযোগ রয়েছে তা তাকে বুঝানোর পর তিনি নিকটস্থ ইসিডি সেন্টারে তাঁর নাতিদের ভর্তির ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করেন। ১৭ জুলাই, ২০২২ ইং হাসান ও হুসনকে সার্কেল ইসিডি সেন্টারে ভর্তি করা হয়। সেন্টারে নিয়মিত আসা যাওয়ার ফলে তারা নতুন বন্ধু পেয়ে খুবই আনন্দিত। তারা নিয়মিত সেন্টারে আসে এবং অন্য শিশুদের সাথে মিলেমিশে থাকে। সেন্টারে আসার কারণে তারা মানসিক ও শারীরিকভাবে বেড়ে উঠছে পূর্বের তুলনায় এখন তারা অনেক ভাল আছে। তাদের নানি জামালিদা আমাদের ইসিডি সেন্টারের কার্যক্রম পর্যবেক্ষন করেন এবং হাসান-হুসন নিরাপদ ও সুস্থ্য ভাবে বেড়ে উঠছে এর জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

## নিরাপদ শিক্ষা শিশুদের অধিকার

*শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে কোস্ট*

কোস্ট ফাউন্ডেশন ক্যাম্প-১৪তে, ৮৪টি এলসি এবং ৫০টি ইসিডি সেন্টারের মাধ্যমে শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা প্রকল্পের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি যা সমান গুরুত্বপূর্ণ। ই-২ ব্লকে একটি ক্লাস্টারে ৪টি এলসি (নিউটন, শেক্সপিয়ার, মেঘনা এবং প্লেটো) রয়েছে। নিউটন ক্লাস্টারটিতে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ২০০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করছে এবং উপস্থিতির হার ৮৫% এর বেশি। এলসির সামনে ছোট একটি খাল আছে কিন্তু পারাপারের জন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা না থাকায় শিশুরা নিয়মিত সেন্টারে আসতে পারত না। বিগত বছরের বন্যা ও ভঙ্গুর অবস্থার কারনে পুরাতন বাশেঁর সাঁকোটি ধসে পরে। প্রায় ২ মাস আগে বাঁশের সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যার ফলে শিক্ষার্থীরা সহজে এলসিতে আসতে পারত না। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠাতে চাইতেন না কারণ প্রায়ই শিশুরা এ পথে চলতে গিয়ে ব্যাথা পেত ফলে তারা নিরাপত্তাহীন মনে করত। তাই এলসিগুলোতে উপস্থিতির হার কমে গিয়েছিল। এসজিসি ও সিইএসজি কমিটির সদস্যরা খালটির গর্তগুলো ভরাট করলেও কিছুদিন পর আবার আগের পরিস্থিতিতে পতিত হয়।
এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরনের জন্য শিক্ষার্থীর পিতামাতা, সিএসজি এবং অভিভাবকদের বৈঠকের সময় সেতু এবং পথটি পুনর্নির্মাণের জন্য আমাদের অনুরোধ

*শিশুরা নিরাপদে এলসিতে যাতায়াত করছে, ছবি- জোসনা, পিও*

করেছিলেন। অবশেষে, সমস্যা সমাধানের জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশন সেতুটি পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাশেঁর সেতুটি নির্মাণের ফলে শিশুরা নিরাপদে যাতায়াত করতে পারছে। বর্তমানে সেন্টারগুলোর গড় উপস্থিতি ৮৫%-এর বেশি। কমিউনিটির লোকজন এবং সিইএসজি সদস্যরা উদ্যোগটি নেওয়ার জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

### এপ্রিল, ২০২৩ মাসের কার্যক্রম

| কাজের নাম | সংখ্যা |
|---|---|
| কমিউনিটি এডুকেশন সাপোর্ট গ্রুপ সভা | ১৩২ টি |
| পেরেন্টেস এন্ড কেয়ার গিভার সভা | ১৩২ টি |
| হোস্ট ও রোহিঙ্গা মাসিক সভা | ১ টি |
| মাসিক সমন্বয় সভা | ১টি |

**যোগাযোগঃ**
**জসীম উদ্দিন মোল্লা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক-০১৭১৬৩৬১০৮৭**
**www.coastbd.net**

**এই প্রকাশনাটি তৈরীতে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকর্মীগণ তথ্য এবং ছবি দিয়ে সহযোগীতা করেছেন। প্রদর্শিত ছবিগুলো ব্যক্তির অনুমতিক্রমে প্রদান করা হয়েছে।**